যায়যায়দিন

তারিখ ... 18 JAN 2009 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৪ ...

রাজশাহীতে ছাত্র রাজনীতি চর্চায় নতুন উদ্যোগ

রাজশাহী অফিস

রাজশাহীর বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র রাজনীতি চর্চায় নতুন নীতিমালার সূত্রপাত হয়েছে। রাজশাহী সিটি করপোরেশনের (রাসিক) মেয়র এ এইচ এম খায়রুজ্জামান লিটনের উদ্যোগে রাজশাহীর বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, সংসদ সদস্য, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান এবং ছাত্রনেতাদের নিয়ে এ নীতিমালা গ্রহণ করা হয়। নীতিমালায় ২২টি নীতিমালা নির্ধারণ করা হয়। শিক্ষাঙ্গনে ছাত্র রাজনীতি চর্চার এ উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন সুধীমহল। তারা বলেছেন, মেয়রের এ উদ্যোগ নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় এবং রাজনীতি চর্চার ক্ষেত্রে এটি নতুন সংস্কৃতি হবে। এ নীতিমালা কার্যকর থাকলে আগেরদিনের ছাত্র রাজনীতির যে ঐতিহ্য ছিল তা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করবে।

গতকাল রাজশাহী সার্কিট হাউসে রাজশাহী বিভাগীয় কমিশনার হাফিজুর রহমান ভূঁঞার সভাপতিত্বে মহানগরীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর সুষ্ঠু শিক্ষার পরিবেশ ও সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি বিষয়ক এক মতবিনিময় সভায় এ নীতিমালা গৃহীত হয়। এ সময় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন রাজশাহী সদর আসনের সংসদ সদস্য ফজলে হোসেন বাদশা, রাসিকের সাবেক মেয়র অ্যাডভোকেট আবদুল হাদি, সাবেক মেয়র দুরুল হুদা, জেলা বিএনপির সভাপতি আজিজুর রহমান, মহানগর জামায়াতের আমির আতাউর রহমান, রাজশাহী কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর আবদুল মজিদ, রাজশাহী নিউ গভ. ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. ফরিদ সুলতানা, রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ ডা. তৌহিদুল আলমসহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ ও শিক্ষক এবং বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের নেতারা।

সভায় আলোচনা শেষে ২২টি নীতিমালা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় এবং সবাই নীতিমালাগুলো মেনে চলতে দৃঢ় অঙ্গীকার করেন। নীতিমালাগুলো হলো সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতি নিয়ে সভা-সমাবেশ করতে হবে, কোনো সংগঠনের সভা চলাকালে অন্য কোনো সংগঠন সভাস্থলের পাশ দিয়ে মিছিল করতে পারবে না বা এমন কোনো আচরণ করতে পারবে না যা দ্বারা ওই সভার কাজ বিঘ্নিত হয়, সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ সংগঠনগুলোর জন্য মিছিলের

মেয়রের নেতৃত্বে ২২ নীতিমালা গৃহীত

সময় নির্ধারণ করে দেবেন, মিছিল থেকে কোনো ধরনের উস্কানিমূলক বক্তব্য-স্লোগান দেয়া যাবে না, সন্ধ্যার পর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্যাম্পাসে বা ছাত্রাবাসে কোনো মিছিল করা যাবে না, লাঠিসোটা ও অস্ত্রসহ মিছিল সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ থাকবে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গেট বা ছাত্রাবাস গেটে ব্যানার টানানো নিষিদ্ধ থাকবে, আবাসিক হলে দিনে ও রাতে মিছিল-সভা নিষিদ্ধ থাকবে, কর্তৃপক্ষ হলে আসন বরাদ্দ বিষয়ে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থেকে মেধা ও জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে হলে সিট বরাদ্দ করবেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দেয়ালে লিখন বা পোস্টার লাগানো নিষিদ্ধ থাকবে, হলে কোনো বহিরাগত অবস্থান করতে পারবে না, হল বা ছাত্রাবাসে সংগঠনের পোস্টার সংযোজনের বোর্ড স্থাপনের বিষয়ে কর্তৃপক্ষের পূর্ব অনুমতি নিতে হবে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র সংসদ নির্বাচনের সময় কর্তৃপক্ষ ছাত্র নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করে নির্বাচনী আচরণ ও বিধিমালা প্রণয়ন করবেন, সংগঠনগুলোর মধ্যে কোনো বিষয়ে ভুলবোঝাবুঝি বা শৃঙ্খলা ভঙ্গ হয় এমন কোনো কার্যকলাপ পরিলক্ষিত হলে সংশ্লিষ্ট সংগঠনের নেতারা সমঝোতার মাধ্যমে সমস্যা নিরসনের চেষ্টা করবেন। ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ সমাধানের ব্যবস্থা করবেন, কোনো সংগঠন অস্ত্রধারী, চাঁদাবাজ ও বহিরাগতদের প্রশ্রয় দিতে পারবে না। অস্ত্রধারী যে সংগঠনেরই হোক তাকে ধরিয়ে দিতে সংগঠনের নেতারা ও কর্তৃপক্ষ প্রশাসনকে সাহায্য করবে। কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটলে তা কোনোভাবেই পার্শ্ববর্তী বা অন্য কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে না জড়িয়ে এবং আনুষঙ্গিকভাবে সেই স্থানেই সব নেতারা বসে তা সমাধান করতে হবে, অস্ত্রধারী অস্ত্রসহ পুলিশের কাছে ধরা পড়লে তাকে সংগঠন থেকে বহিষ্কার করতে হবে।

এসব নীতিমালা গ্রহণের আগে মেয়র তার বক্তব্যে বলেন, নগরীর গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শান্তিপূর্ণভাবে রাজনৈতিক চর্চা ও সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখার জন্য প্রশাসনের পাশাপাশি প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের অগ্রণী ভূমিকা রাখতে হবে।